সময়ের সংলাপ

ফিরোজ আহমেদ

সময়ের সংলাপ

ফিরোজ আহমেদ

ফেডারেল পাবলিশার, ঢাকা

www.pathagar.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ইং

প্রকাশক :
ফেডারেল পাবলিশার
৭৫,মহাখালী বানিজ্যিক এলাকা
গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৬০২৪৬৫

প্রচ্ছদ :
কামাল মাহমুদ

পরিবেশক :
: ফেডারেল পাবলিশার (প্রকাশক)
: আখতার বুক করপোরেশন
৩৪ নং নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে :
ফেডারেল পাবলিশার
এফ, ১২৯ মহাখালী, গুলশান, ঢাকা-১২১২

মূল্য : সাদা : পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র
অফসেট : ষাট টাকা মাত্র

SAMOYER SANGLAP
By Feroze Ahmed
Price : White Print : Taka Forty Five Only
Offset : Taka Sixty Only

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পরম শ্রদ্ধেয়
পিতা মোঃ লাল মাহমুদ মিঞার
পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে ।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

এই গ্রন্থের বেশীর ভাগটাই নব্বইয়ের পূর্বে লেখা। সমাজ ও জাতীয় জীবনের অশালীন অসংগতি এবং অনাকাঙ্খিত অবস্থাকে কেন্দ্র করেই লতিয়ে উঠেছে এর বক্তব্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে অন্যায়ভাবে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নয়। আমাদের অনেক হতাশার দিক আছে, আছে আশার দিকও। একটা স্বাধীনদেশ হিসাবে যতোটা শান্তি ও সমৃদ্ধিকে অর্জন করার কথা ছিল এর বিশ ভাগও আমরা অর্জন করতে পারিনি। হিংসা, লোভ, ভ্রান্তি ও অহংকারের শক্ত ফাঁদে আটকে যাওয়া সর্বপেশার সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত শয়তানীই বাড়াচ্ছে জাতীয় অবক্ষয়ের ক্ষত সংখ্যা।

রাজনীতি একটা দেশের চালিকাশক্তি। রাজনীতিতে সৃষ্টিধর্মী ঐক্য না থাকলে গণতন্ত্র আসতে পারে না বা টিকতে পারেনা। আমাদের দেশের রাজনীতি বরাবরই মিথ্যাচার, প্রতিহিংসা, লালসা ও ভ্রান্তিগ্রস্ত। গণতন্ত্রের মূল শত্রুতা রাজনীতি থেকেই আসে। রাজনীতিকদের অসহনশীলতা, প্রতিহিংসা তথা নৈতিক অযোগ্যতার জন্যই আসে সেনা শাসন ।

কোন দলই তার অতীত বা বর্তমান ভুলের স্বীকার করেনা। "Confession comes of conscience," এবং "conscientious leadership is patriot leadership" এটা মানার মানসিকতা এখানে নেই। আদর্শ নয়, গায়ের জোরে এবং চাপার জোরেই চ্যাম্পিয়ন হবার চেষ্টা বেশীর ভাগ দল ও নেতা নেত্রীর মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ রাজনীতিবিদরা জাতির মডেল। তাদেরকে অনুসরণ করে জাতি দেশ প্রেম ও ত্যাগ স্বীকার শিখবে, শিখবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। কিন্তু আমাদের প্রচলিত রাজনীতি দেখে জাতি দেশপ্রেম শিখবে না ভুলবে, আইন মেনে চলবে না অমান্য করবে সময়ই তার জবাব দেবে। নীতিহীনতার কারনেই Politics হচ্ছে Polytricks, Election হচ্ছে Ill-action. অপরাধের পৃষ্ঠপোষকতা রাজনীতির বিব্রতকর বৈশিষ্ট্য। মানুষের আশ্রয় নেবার আর স্থান থাকছেনা। এই পাপ পৃষ্ঠপোষকতার ফাঁকে যদি চোর খুনীরা, ব্যাপক সংখ্যায় সংসদে ঢুকে পড়ে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অপরাধ দমনে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য হচ্ছেনা রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের ওয়াকওভার দেবার জন্যই। বিপথগামী রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীরা হচ্ছে আইন ভাঙার মডেল। তাদেরকে দেখেই সর্বস্তরের নীতিহীন মানুষেরা আদাজল খেয়ে লেগেছে অবৈধ উপার্জনের জন্য আইন ভাঙতে। অবৈধ অর্থ উপার্জন করলে হিসাব দিতে

www.pathagar.com

হয় না। তাই অবৈধ সম্পদ অর্জনে বাঁধা কোথায়? "যতো বেশী আইন অমান্য ততো বেশী উপার্জন" এই প্রক্রিয়ায় আর যাই হোক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় না। এর জন্য চাই অবৈধ উপার্জনকারীদেরকে আইনের আওতায় আনা। নয়তো অবৈধ উপার্জনের পাপ প্রক্রিয়া দেশ ও জাতিকে সার্বিক ভাবে ধ্বংস করে দেবে।

আদর্শ, মূল্যবোধ ? সে আজ দূর্লভ প্রজাতির জন্তুর মতোই বিলুপ্ত প্রায়। সমাজ ও জাতির কোন স্তরেই এটা আর কাজে লাগছে না। আরো স্পষ্ট কথায় কাজে লাগতে দেয়া হচ্ছেনা। মূমূর্ষ নৈতিকতা টিকে আছে কতিপয় বোবা, মেরুদণ্ডহীন, অসচ্ছল, সামাজিক মর্যাদাহীন মানুষকে কেন্দ্র করে। ব্যাপারটা এমন, অনেক দুরারোগ্য মহামারীর মতোই যেন আমরা নৈতিকতাকে দমন করতে পেরেছি, এই কৃতিত্বের আস্ফালনই সর্বত্র।

যাদের চিন্তা, বিশ্বাস, কথা ও কাজ জাতিকে সত্যিকার অর্থে কিছু দিতে পারতো, তারা সুযোগের অভাবে এবং নিজের সম্মান ও নিরাপত্তার জন্যই নিষ্ক্রীয় হয়ে আছে। আর বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক দৃষ্টিতে যাদের কথা বলার কথা না তারাই সবকিছু করছে।

"সময়ের সংলাপ" নিছক কোন ছড়ার বই নয় এবং কারো মনোরঞ্জনের জন্য লেখা হয়নি। আমাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে দ্রুত সচেতনতা সৃষ্টিই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। ছড়াকে একটা আঙ্গিক বা মাধ্যম হিসাবে নেয়া হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ অক্ষর ভিত্তিক মাত্রা বা ছন্দে লেখা নয়। আমি ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতির সাথে অসংশ্লিষ্ট। সকল পেশার সকল মানুষকে নৈতিকতা, আইন ও ত্যাগের দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াসী। এই গ্রন্থ তারই আলোকে সৃষ্ট। কিছু Taboo শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রতীকধর্মী। তুলনাকে প্রকট করার জন্য অনিচ্ছা সত্বেও তা ব্যবহার করতে হয়েছে বলে দুঃখিত। গ্রন্থের সব কিছু সবার ভালো লাগবে, এমন কোন কথা নেই। তবু যদি কারো কারো ভালো লাগে, তাতেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

ধন্যবাদ
ফিরোজ আহমেদ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নৈতিকতার কঠিন বৃত্তে বসবাসকারী ব্যক্তিদের একজন প্রিন্সিপাল ফিরোজ আহমেদ। জীবনের আপোষহীন অধ্যায় তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে কিছু না দিলেও মেধা এবং মননশীলতার দিক থেকে অনেক কিছু দিয়েছে। তার অনাপোষকামীতার জন্যই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর সাংগঠনিক যোগ্যতা থাকা সত্বেও তিনি রাজনীতি করেননি। পেরিয়ে এসেছেন অনেক প্রলোভনের ফাঁদ। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সকল আচরণেই তিনি খোঁজেন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বিবেকবোধ। তাঁর ধারনা মানুষ বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ফায়দা লুটতেই অপরাধ করে বেশী। যারা অপরাধ দূরীকরনে কাজ করবেন তারা হবেন অপরাধ বিমুখ, অপরাধ বিহীন মানুষ। তা না হলে অন্যায় দূর হবেনা। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবেনা। এই দৃষ্টিতে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ছড়া আকারে এ গ্রন্থ লেখা হলেও বিষয় বস্তু, উপস্থাপনা এবং শব্দচয়নের বৈচিত্র, সর্বোপরি নৈতিকতার দ্যুতির জন্য এ গ্রন্থ সকল দেশপ্রেমিক মানুষেরই ভালোলাগার কথা। নীতিহীনতায় নিমগ্ন মানুষকে এ গ্রন্থে যে কটুবাক্য বর্ষণ করা হয়েছে তা কোনক্রমেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, নিতান্তই প্রসংগক্রমে। লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সবাইকে নৈতিকতার কক্ষপথে ফিরে আসতেই হবে। এ ব্যাপারে এ গ্রন্থ কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ, কে,এম, নুরুল হক

www.pathagar.com

–সর্ব যুগের সেরা শপথ

আমি যেন না হই কভু ক্রীতদাস কারো,
যে দুঃখ সঙ্গী মোর বেড়ে গেলেও আরো,
বিবেকের পথ বেয়ে হয় হবো লাশ,
তবু হবো অশূরের সঠিক সর্বনাশ।

কথা বলা

১. কথা বলার কথা না যাদের, কথা বলেন তারাও,
কথা বলার আসল মানুষ থাকেন কথা ছাড়াও।

২. কথা বলার যোগ্যতাটা মাপা হ'লে টাকাতে,
কালো টাকা বলবে কথা সারাদেশও ঢাকাতে।

৩. আসল মানুষ যেদিন সুযোগ পাবেন কথা বলার,
জাতি সেদিন পাবেই পথ সঠিক পথে চলার।

৪. মূল্য বোধের বিপরীত লোক কথা বলেন যদি,
ভিন্ন দেশের নিয়ন্ত্রণে যেতেই হবে গদি।

শান্তি

৫. "শান্তি অর্জন" মানুষসহ সকল প্রাণীর চেষ্টা,
ভুল পথে তা চাইলে হবে নষ্ট পরিবেশটা।

৬. "সমস্যাই অশান্তি সমাধানই শান্তি",
সর্বযুগের সেরাতত্ত্ব নেই ভুল-ভ্রান্তি।

www.pathagar.com

৭. "দেহ-মনের হিতাবস্থার স্থিতাবস্থাই শান্তি",
অশান্তির উৎপাদক লোভ, হিংসা, ভ্রান্তি।

৮. যারা বলেন শান্তির কথা সমাধান ছাড়া,
তাদের হাতে দেশ পড়লে হয় সর্বহারা।

৯. জনগণের শান্তি আনা রাজনীতির লক্ষ্য,
বে-আইনী বিরোধীতা করে লুটের পক্ষ।
যে শাসন গণস্বার্থ রক্ষা করতে নারে,
জনগণের শাসন কভু বলা যায়না তারে।

১০. The desired condition of mind-body means "peace.
Innocent solution of problem bringsthis.

১১. Wherever big bosses,
Donot honour honesty in peace process,
Peace becomes farce;
Nation receives one thing,
It is cruel curse.

১২. Peace is related to innocent feeling,
No leader can give it, engaged in stealing.

১৩. Every one should want peacefully peace,
Conscientious compromise must bring this.

শাসক ও শাসন

১৪. শাসককে হতেই হয় মানুষ শ্রেষ্ঠতর,
সততা ও ত্যাগের সব গুনে গুনধর।
জনস্বার্থের দিতেই হয় চির উচ্চাসন,
সবার মনে পেতে নিতে তাঁর সিংহাসন।

www.pathagar.com

১৫. মানুষের ভোটে মানুষ জিতে অশূরের ভোটে অশূর,
জনমত যদি হয় লাঞ্ছিত শাসন আসে পশুর।
পশুর শাসনকে যারাই সুশাসন বলে,
অনায়াসে ফেলো তাদের পশুদের দলে।

১৬. অশূর শাসিত দেশে,
মানুষেরা করে বাস পশুর পরিবেশে।

১৭. গণতান্ত্রিক শাসন যদি নাহয় দেশে স্থায়ী,
সংশ্লিস্ট সবাই হবেন কম বেশী দায়ী।

১৮. সৎশাসক লুট করেনা অন্যে করুক চায়না,
সৎশাসন চিনে নেবার এটাই আসল আয়না।
শাসক যদি সৎ হন থাকো তাঁর পক্ষে,
অসৎ হ'লে নামে তার পতনের লক্ষ্যে।

১৯. যোগ্য লোকের যোগ্য আসন,
এই নীতিতে সেরা শাসন।
ত্যাগ, শিক্ষা, সততা,
সবার সেরা যোগ্যতা।

২০. সৎশাসন হ'তেই হয় অনাপোষকামী,
অপরাধীর বিচার করে হোক লোক দামী।

২১. যে শাসনে শাসক নিজেই হয়ে যায় "চোর"
সে শাসনই স্বৈরশাসন এই ধারনা মোর।

২২. স্বৈরশাসক উন্মাদ-অশূর ভন্ডের চেয়েও ভন্ড সে,
চোরের গালে চুমু দিয়ে সাধুকে দেয় দন্ড সে।
সুশাসক তাঁর স্বজন রাখেন ক্ষমতা হ'তে দূরে,
ভন্ড শাসক ডেকে বলেই "সব লুটে নে ওরে"।

www.pathagar.com

২৩. জন স্বার্থের যারাই দেন উচ্চ অধিকার,
গণতান্ত্রিক শাসক তাঁরাই অন্যে স্বৈরাচার।
নৈতিকতা শাসনের হ'লে উপাদান,
সব ক্ষেত্রে জাতি পায় সভ্য সমাধান।

২৪. লুটের ভাগ নিয়ে যারা টিকায় স্বৈরশাসন,
জনগণের মনে তারা পায়না কভু আসন।

২৫. সৎভাবে দেশ শাসন অতি কঠিন কাজ,
চোরে চায়না "সৎশাসন" চায় লুটের রাজ।
সৎ শাসনের বিরুদ্ধে রয় অসৎলোকের ঐক্য,
সৎ শাসনের অপ প্রচার তাদের আসল লক্ষ্য।

২৬. জনগণের কল্যাণই সুশাসনের ভিত্তি,
গোষ্ঠী স্বার্থের দাবীদার গোল বাঁধায় নিত্তি।

২৭. স্বৈর শাসকের নির্দেশ :
অঠিক কাজ যতো ঠিক মত করো,
দেশ লুটে সুযোগ মতো বিদেশ ভেগে পড়ো।

২৮. গণতন্ত্রের পথে যারাই সৃষ্টি করে বাঁধা,
দেশ প্রেমিক তাদেরে কয় ভন্ড কিংবা গাধা।

২৯. দেশ-প্রেমিক শাসক নেতার ভিন্ দেশেতে দাদা নেই,
জনগণকে হিসাব দিতে কোন ভয় বাঁধা নেই।

৩০. প্রতিহিংসার রাজনীতিই আনে সেনা শাসন,
ইতিহাসের স্পষ্ট লেখা নহে মিথ্যা ভাষণ।

www.pathagar.com

সংসদ সংক্রান্ত

৩১. ভোট বিহীন যে সংসদে চোর খুনীর দল,
বিবস্ত্র ভাগাভাগির করে কোলাহল।
জনতার দুঃখ যেথা অংকুরিত হয়,
তার চেয়ে কম ক্ষতি করে বেশ্যালয়।

৩২. সংসদে সং, চোর, মসনদে মাস্তান,
হেন কালে সংসদই গণতন্ত্রের গোরস্থান।

৩৩. ইতিহাসটা কাব্য নহে শুনে নাও ফের অদ্য তুমি,
একদলীয় সংসদ মানেই গণতন্ত্রের বধ্য ভূমি।
বহুদল ও বহুমতের সৃষ্টিধর্মী অবস্থান,
সংসদ করে শক্তিশালী গণতন্ত্র পায় প্রাণ।

৩৪. সুস্থ প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু নির্বাচনে
সেরা সংসদ আশা করে দেশের জনগনে।

৩৫. Democracy, Discipline and Development,
Only can be ensured by People's Parliament.
Parliament which is not based on fair vote,
Will sure lead to chaos and loot.

৩৬. সৃস্টি ধর্মী সংসদ আনে উন্নয়ন ও শান্তি,
প্রতিহিংসার সংসদ আনে দেশ ধ্বংসের ভ্রান্তি।

৩৭. সংসদে সব সভ্যমিলে মহান এক পরিবার,
প্রতিহিংসার পাপের পথ করতে হবে পরিহার।

www.pathagar.com

৩৮. শান্তির পথে সেরা সংসদ
ভোট দিয়েছে সবাই মিলে

সেরা কিছু দেবে,
এই সত্য ভেবে।

৩৯. "অসাধু ব্যক্তিরা
নীতিবান মানুষেরা

শয়তানের এই সংবিধানটা
শাসক যদি প্রশ্রয় দেন

সুস্বাদু সর খাবেন,
দুর্নীতির চড় খাবেন।"
[শয়তানের সংবিধান]
সর্বস্তরেই চালু,
চলবে তাহা কাল্‌ও।

৪০. ভোট আর ভাতের প্রশ্নে
তাদেরকেই ভোট দিও
এ ব্যাপারে খুলতেই হবে
ভুল করলে জাতির ভাগ্যে

যোগ্য যারা বেশী,
সকল বাংলাদেশী।
ইতিহাসের পাতা,
কান্ড ঘটবে যা-তা।

রাজনীতি

৪১. নেতার নীতি রাজনীতি নয়,
রাজার নীতি রাজনীতি নয়,
নীতির রাজাই রাজনীতি,
রাজনীতিতে এইনীতি কই,
এটাই মোদের আজ ভীতি।

[পথের রাজা= রাজপথ
নীতির রাজা= রাজনীতি]

৪২. ত্যাগের প্রতিযোগিতাই
ত্যাগের স্থানে দ্বন্দ্ব আনে

রাজনীতির মাত্রা
মীরজাফরের জাত্‌রা।

www.pathagar.com

৪৩. ত্যাগের চোখে গোটা দেশকে ভাবেন যারা পরিবার,
তাঁরাই শুধু যোগ্য আছেন রাজনীতি করিবার।

৪৪. চোরের জন্য চৌর্য্যবৃত্তি, ঠগের জন্য ঠগবাজী,
রাজনীতিতে তাদের দেখতে জনতা আর নয় রাজী।

৪৫. নৈতিক মেধা দূরে সরায় মাস্তান বানায় কর্মী,
এ রাজনীতি অকল্যানকর অবশ্যই লুট ধর্মী।
অসৎ যতো রাজনীতিবিদ ফায়দা লুটতে দল করে,
অন্যায় করে বেঁচে থাকতে দলে থাকার ছল করে।

৪৬. সৎ, জ্ঞানী, নির্ভীক ত্যাগী নীতিবান,
রাজনীতিতে তারাই শুধু রাখেন অবদান।

৪৭. ষড়যন্ত্র নয়, সততাই রাজনীতির প্রাণ,
ভূমিকা সৎ, সঠিক হলে বিজয় মাল্য পান।

৪৮. যে রাজনীতি সৃষ্টি করে চরিত্রহীন মানুষ,
দেশপ্রেমটা হলো তাদের প্রতারণার ফানুস।

৪৯. শত্রুর পক্ষে বলেন যিনি সত্য বলার খাতিরে,
সেই মহান নেতাই শুধু গড়তে পারেন জাতিরে।
যে দলের নেতাই করেন অধিক মিথ্যাচার,
নৈতিকতার চোখে তিনিও হবেন স্বৈরাচার।

৫০. আমরা এখন, দামড়া নহি খাইনা ঘাস বিচালী,
রাজনীতি নয় কোন দিনও রাজনীতির ঐ পাঁচালী।
কথা ও কাজ নয়কো যাদের দেশ গঠনের কল্যানে,
রাজনীতিবিদ কয় তাদেরে পাগল কিংবা শয়তানে।

www.pathagar.com

৫১. অন্যদলের অস্তিত্বকে করে ধুলিস্মাৎ,
খালি মাঠে যারাই চান করতে বাজিমাত,
তাদের দলের রাজনীতিটা শুধুই ষড়যন্ত্র,
তারাই ধ্বংস করতে চান দেশের গণতন্ত্র।

৫২. পরমত সহিষ্ণুতাই গণতন্ত্রের অংগ,
বিবেকহীন শক্তি দ্বারাই এ নীতির হয় ভংগ।

৫৩. বিরোধীতার জন্য যারাই করেন বিরোধীতা,
জনস্বার্থের শত্রু তারাই আত্মস্বার্থের মিতা।
পক্ষে বলার জন্য যারাই বলেন শুধু পক্ষে,
কিছুতেই হয় না যে তাদেরও শেষ রক্ষে।

৫৪. একে অন্যের পথটাতে হিংসার কাঁটা বিছিয়ে,
দেশকে যদি দেয়া হয় যুগ হতে পিছিয়ে।
তাতে করেই দেশ হয় অন্য দেশের দাস,
স্বাধীনতার হয়ে যায় সমূল সর্বনাশ।

৫৫. নেতা হতে টাকা লাগে অনেক,
কালো টাকা তাই হয় কামাতে,
টাকামুক্ত রাজনীতি যদি না হয় চালু,
পারবেনা কেউ লুট থামাতে।

৫৬. হরতাল করতে মাস্তান লাগে, ঠেকাতেও মাস্তান,
যতদিন না মাস্তানীর ঘটবে চির প্রস্থান,
মানুষের বাসযোগ্য হবে নারে এ স্থান।

৫৭. দেশের বাইরে দেশপ্রেম যাদের দায়বদ্ধ,
যাই তারা বলুক লিখুক গদ্য কিংবা পদ্য,
যে দলই করুক তারা থাকুনা যে পক্ষে,
দেশ ধ্বংস করছে তারা ভিন্ন দেশের লক্ষ্যে।

www.pathagar.com

৫৮. রাজনীতি আজ অপরাধের প্রধান পৃষ্ঠপোষক,
সমাজ দেহে সৃষ্টি করছে চোর খুনী শোষক,
এক শোষক গেলেও তাই লক্ষ শোষক থাকে,
দেশ ও জাতি আটকে থাকে শোষনেরই পাঁকে।

৫৯. অপরাধীর আস্তানায়,
নিত্য যারা নাস্তা খায়,
রাজনীতিতে তারাই এলে,
দেশবাসী কি আস্থা পায় ?

৬০ "দেশ ধর্ষণ" এর দর্শন আজ রাজনীতিতে মূর্ত,
ক্রমান্বয়ে ভীড় বাড়াচ্ছে চোর, খুনী ধূর্ত।
রাজনীতিতে থাকেই যদি ক্রাইম কালচার,
দেশের মানুষ শান্তির জন্য কোথা যাবে আর ?

৬১ মীরজাফর, উমিচাঁদ আর জগৎ শেঠ,
গদির লোভে করে তারা জাতির মাথা হেট,
ভিন্‌দেশী বনিক আনে লাল গালিচা বিছিয়ে,
দেশ বিক্রী করে দেয় দুইশ সাল পিছিয়ে।

৬২. রাজনীতিটা যেদলেরই উপার্জনের হাতিয়ার,
নেতা ও দল রয়না সেথা জনস্বার্থের সাথী আর,
রাজনীতিতে সেদল টিকে যদিও চাপার জোরে,
সময় মতো দেশবাসীদেয় আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে।

৬৩. বেশ্যারা খদ্দের বদলায়, লোভী নেতা দল,
কায়দা করে ফায়দা লুটে দেশ রসাতল।
স্বার্থের জন্য যারা নামে দল বদলের খেলায়,
এই উক্তি প্রযোজ্য,শুধু তাদের বেলায়।

www.pathagar.com

৬৪. অবৈধ অস্ত্র আর অবৈধ অর্থ,
যে রাজনীতির উপাদান হবেইতা ব্যর্থ।

৬৫. ভিন্নদেশের টাকায় খেয়ে মদ, মিস্টি, চা, পান,
নিজের অন্যায় মতকে যারা অন্যের উপর চাপান,
যারা নিত্য থাকেন লিপ্ত নগ্ন ষড়যন্ত্রে,
তারাও নাকি বিশ্বাস করেন গভীর গণতন্ত্রে।

৬৬. খোঁজে যারাই সন্ত্রাস সৃষ্টির নগ্ন অজুহাত,
এ দেশবাসীর ভাঙা উচিত তাদের বিষদাঁত।
সকল দলের সন্ত্রাসবাদী কঠোর হস্তে ধরতে হবে,
শান্তি চাইলে সমগ্র দেশ সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে।

৬৭. যার হাতের রিমোট কন্ট্রোল বন্ধু তোমায় নাচায়,
সন্ত্রাস করে মরণ এলে তখন সেকি বাঁচায় ?

৬৮. কোন্দলের দল যদি থাকে রাজনীতিতে,
দেশ ও দেশের মানুষ দেয়না থাকতে সমপ্রীতিতে।

৬৯. সন্ত্রাস,ভুলের রাজনীতিতে এদেশ কোথা উপনীত ?
পশুর ভয় নয় আজকে মানুষ, মানুষেরই ভয়ে ভীত।

৭০. গণতন্ত্র কারো কারো প্রিয় প্রতারণা,
গণতন্ত্র দেশকে তারা দেয়নি এক কণা,
অন্যে দিক গণতন্ত্র সেটাও তারা চায়না,
তারা কারা , চিনতে খুলুন ইতিহাসের আয়না।

৭১. রাজনীতিতে প্রতিহিংসা না হয় যদি রুদ্ধ,
আমাদের সাথে হবে আমাদেরই যুদ্ধ।
তাতে করে দেশ হবে অন্য দেশের দাস,
স্বাধীনতার ঘটবে তখন সমূল সর্বনাশ।

www.pathagar.com

৭২. পূন্য যাদের শূন্যের নীচে মন মগজে পাপের চাষ,
রাজনীতিতে তারা থাকলে ঘটে দেশের সর্বনাশ।

৭৩. অপরাধ যে দল করুক পরিচয় তার অপরাধী,
শাস্তি তাদের পেতেই হবে সবাই হলে প্রতিবাদী।

৭৪. রাজনীতি কারা করবে সেই বিষয়ে চাই যে আইন,
ভুল, ত্রাসের রাজনীতিতে পাব্লিক কেন দেবে ফাইন।
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় উন্নয়নটা পন্ড হয়,
মাঝখান থেকে গরীব জনের জীবনঘাতী দন্ড হয়।

৭৫. রাজনীতি নয় দেশের প্রতি রাজসিক এক রসিকতা,
কথা,কাজে থাকতে হবে জনস্বার্থের স্পষ্ট কথা।
জনস্বার্থ বাতিল করে যে রাজনীতিক চলে,
অনায়াসে ফেলবে তাকে মীরজাফরের দলে।

৭৬. ন্যায় দাবীর হরতাল ন্যায় ধর্মঘট,
গণস্বার্থের প্রতি যা স্পষ্ট অকপট,
সেই ক্ষেত্রে সমর্থন যায়যে শুধু দেয়া,
ভুল করলে অবশ্যই ডুববে জাতির খেয়া।

৭৭. হরতালের "তাল" আর ধর্মঘটের "ধর্ম,"
জনতার বুঝতেই হবে কীযে তার মর্ম,
প্রতিহিংসার হরতাল অন্যায় ধর্মঘট,
জাতির জন্য ডেকে আনে মহা সংকট।

৭৮. "আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ভাঙচুর করি,
নিজের দেশ ধ্বংস করে অন্যের দেশ গড়ি"
রাজনীতির এই ধারা,
দেশ করে সর্বহারা।

www.pathagar.com

৭৯. প্রতিহিংসার পাপ পথে যে রাজনীতি প্রবাহিত,
গণতন্ত্র তার দ্বারা হতেই হবে সমাহিত।
ষড়যন্ত্র দিয়ে যারা অন্যের পথ ঠেকায়,
মীরজাফর হয় তারা ইতিহাসের লেখায়।

৮০. পাকিস্তানী রাজাকার, ভারতীয় দালাল,
কারো কোন দালালী যায় না ভাবা হালাল।
কোন দেশের আধিপত্য নয় এদেশে কাম্য,
চাই নিখুঁত স্বাধীনতা স্বাধীকার ও সাম্য।

৮১. সমালোচনা সয়না নিজে, সমালোচনা করে.
ইতিহাস কি এমন কাউকে গণতান্ত্রিক ধরে ?
অন্যের মত না সওয়াটা যাদের নিত্য স্বভাব
গণতন্ত্রের গোস্ত দিয়ে তারাই খায় কাবাব।

৮২. কারা কত দেশপ্রেমিক গণরায়ে থাকে ছাপ,
গণরায় দিয়েই হয় গণতন্ত্রের পরিমাপ।

৮৩. "অন্যায় ভাবে যারাই চায় ক্ষমতাটা হাতাতে,
শয়তানের মূলমন্ত্র ঠাসা তাদের মাথাতে,
নিজ দেশের ক্ষতিকরে ভিন্‌দেশী আঁতাতে,
নাম তাদের লিখা থাকে গণ ঘৃণার খাতাতে।"

৮৪. যাদের কাজ দেশের স্বার্থে দেশেই মূল, শাখা,
জনগণের উচিৎ হবে তাদের সাথেই থাকা।

৮৫. চোরের হাতে চৌকিদারী থাকলে যারা খুশী হয়,
এদেশবাসীর জানা উচিৎ তাদের আসল পরিচয়।

www.pathagar.com

৮৬. দেশের স্বার্থ নিত্য যারা ভিন্ন দেশে বিকান,
চাপার জোরে তারাও মোদের দেশপ্রেম শিখান।

৮৭. টাকার জন্য যারাই থাকে চোর শাসকের কক্ষে,
জনমত মারেই লাথি সদা তাদের বক্ষে।

৮৮. যে দেশেরই রাজনীতিতে চোরের বেশী সংখ্যা,
উন্নয়ন আর শান্তি সেথা হবেই লবডংকা।

৮৯. চোর খুনীকে হাজত থেকে যারাই চায় ছাড়াতে,
আইনের পথ কোন ক্রমে চায়না যারা দাঁড়াতে,
রাজনীতির অংগন হতে হবেই তাদের তাড়াতে,
নয়তো জাতির অস্তিত্বটাই হবে একদিন হারাতে।

৯০. বেশ্যার দেশপ্রেম যদি নাহি থাকে,
দেশ জাতি পড়বেনা তেমন বিপাকে।
রাজনীতিক হয় যদি দেশপ্রেম হীন,
সেই জাতির ঘুচবেনা কভু দুর্দিন।

৯১. জনগণের চাওয়ার বাইরে সেনা শাসন এলে,
সে শাসন দেয় দেশটাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে।
লুটপাট করে তারা সময় মতো ভাগে,
সেনা শাসন কেন আসে ভাবতে হবে আগে।

৯২. প্রতিহিংসায় যে রাজনীতি সেনা শাসন আনে,
সে রাজনীতি পায় না দাম কোথাও কোনখানে।
দেশপ্রেমের মাঝেই মেলে রাজনীতিকের মূল্য,
দেশপ্রেমহীন রাজনীতিক মীরজাফর তুল্য।

৯৩. Politics should be free from error
Movement must be free from terror.

www.pathagar.com

৯৪. Wrist of terrorists where become strong,
Right is driven away by brutal wrong.
Maintenance of law and order becomes very hard,
Peace is to sleep then in the graveyard.

৯৫. "Election is not ill-action,
Politics is not polytricks."
If this is not honoured,
Must emerge injustice.

৯৬. Politics is always for progress and peace,
Error and terror bring chaos, injustice.

৯৭. Politics is neither a profession,
Nor a fashion,
To establish human rights everywhere,
It is commitment to the nation.

৯৮. Creative politics is ethically feat,
Destructive politics is led by cheat.

৯৯. National problems must be solved with
Rational role,
Instead of solution sabotase is brought by
Satanic soul.

১০০. Leadership which is based on lying
In the name of politics makes the nation dying.

www.pathagar.com

১০১. Politics when becomes vulgar bluff,
Achievement of common peace becomes very tough.

১০২. Who is our real friend, who is our foe ?
Who wants really peace with whom to go ?
Everybody should decide without error,
Inorder to drive away injustice and terror.

১০৩. Every one should want peacefully peace,
Conscientious compromise, must bring this.

১০৪. Those who intentionally break law and order,
Their patriotism remains beyond our border.

১০৫. Those who worked and work with fasist
All should resist them none should assist.

১০৬. "History" is never a story,
It is based on happening,
"Falsifiers fall down"
This is it's warning.

১০৭. Confession comes of conscience,
Confessionless leadership is trusted by nonsense.

১০৮. Those who achieve slavery,
And exhibit it as bravery,
For this never feel shame,
It is more than sure,
People are not with them.

www.pathagar.com

১০৯. To a patriot,
Freedom is never a farce,
Never a fun,
It is dignity of life,
Sovereignty of soul,
Friendship to all,
Slavery to none,
Freedom is never a fun.

শিক্ষা

১১০. স্রষ্টার প্রিয় পছন্দ, সর্বদাই "শিক্ষা"
মহানবী মোহাম্মদকেও দিয়েছেন এই দীক্ষা,
সৎ শিক্ষাই মানুষ করে পরিপূর্ণ মানুষ,
অপশিক্ষা উড়িয়ে বেড়ায় শয়তানের ফানুস।

১১১. শিক্ষাই হলো সভ্যতা মাপার মানদণ্ড,
শিক্ষা ছাড়া জাতির আশা হয়ে যায় পন্ড।
বিজ্ঞান ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষার সুবিন্যস্ত প্রয়োগ,
কম সময়ে দূর করে দেয় জাতির যতো দূর্ভোগ।

১১২. সুশিক্ষাই একটা জাতির মর্যাদাকে বাড়ায়,
কুশিক্ষার আবির্ভাবে জাতি সবি হারায়।
অশিক্ষা সে কুশিক্ষার চাইতে অনেক ভালো,
নৈতিকতার শিক্ষাই শুধু জ্বালতে পারে আলো।

১১৩. বিপথ নামের পথটা যেসব নেতা খুলে দেন,
বইয়ের বদল ছাত্রের হাতে অস্ত্র তুলে দেন,
এ প্রজন্মের শিক্ষার পথে সৃষ্টি করছে সংকট,
ছাত্র শিক্ষক, দেশের সবাই করুন তাদের বয়কট।

www.pathagar.com

১১৪. শক্তিশালী করতে হলে কোন জাতির হাত,
অগ্রাধিকার দিতেই হবে তার শিক্ষার খাত।
ব্যবস্থাটা করতেই হবে সার্বজনীন শিক্ষার,
নয়তো জাতি ভিক্ষায় নেমে পাবে শুধুই ধিক্কার।

১১৫. দেশের শিক্ষা কুট কৌশলে যারাই করে ধ্বংস,
বুঝতে হবে তারাই খোদ ফেরাউনের বংশ।
চিরদিনই ঐ ব্যাটারা ভিন্নদেশের চাওয়ায়,
বিবেক ভুলে আগুন দেয় নিজের ঘরের দাওয়ায়।

১১৬. অনিয়মের অন্ধকারে শিক্ষা যদি বন্দী রয়,
বিবেক বিহীন জ্ঞান পাপীদের স্বার্থ লুটার সন্ধি হয়।

১১৭. দেশের শিক্ষা পঙ্গু করতে অস্ত্র নিয়ে হাতে,
শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস করছে যারাই দিনে রাতে,
তাদের মধ্যে থাকতো যদি একটু বিবেক বোধ,
হুকুমকারীকেই করতো প্রথম প্রতিরোধ।

১১৮. যেসব শিক্ষক জনমতের বাইরে মত পোষেন,
অন্যদলের ভালো কাজকেও স্বভাব দোষে দোষেন।
প্রিয় দলের জন্য করেন অন্যায় দলাদলি,
তাদের জন্য যায়না দেয়া শিক্ষা জলাঞ্জলি।

১১৯. যে শিক্ষায়ই পরীক্ষা "স্মৃতির প্রতিযোগিতা"
সে শিক্ষা হারায় তার সকল উপযোগিতা।
যে শিক্ষায় অর্জিত হয় সত্যিকারের জ্ঞান,
সে শিক্ষাই জাতিকে দেয় সঠিক সমাধান।

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী

১২০. দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী
দুইটিকান কাটা নিয়েও
এক আঙুল সুযোগ দিলে
একটু ন্যায্য খোঁচা খেলে
প্রিয়দলের দোষে নীরব
ভিন্নদেশের ভাড়া খাটেন,
বুক ফুলিয়ে তারা হাটেন,
দুই চরণ তারা চাটেন,
গোসসায় তারা ফাটেন,
অন্যের গুণে ফোড়ন কাটেন।

১২১. বুদ্ধি থাকলেই হয়না বুদ্ধিজীবী,
থাকতে হবে ন্যায়-অন্যায় বোধ,
তা না হলে বুদ্ধিজীবী,
হতো শয়তান খোদ।

১২২. সৎসঠিক বুদ্ধিজীবী জাতির পথ প্রদর্শক,
নীতিবিহীন দেউলিয়ারা গোল বাঁধায় অনর্থক।
বুদ্ধিজীবীর মাঝেই যেথা থাকে পক্ষ-পাত,
সেই জাতির মাথায় সেথা হয় বজ্রপাত।

১২৩. বুদ্ধি করে নাম লিখিয়ে বুদ্ধিজীবীর খাতায়,
দেশ বিক্রী করে যারা বিদেশীমাল হাতায়,
গণতন্ত্র রুখতে যারা ষড়যন্ত্র তাতায়,
ভুলেও কেউ ফুল ছুড়োনা কভু তাদের মাথায়।

তথ্য ও সংবাদপত্র

১২৪. তথ্য ও সত্যের প্রকৃত প্রকাশ,
নিশ্চিৎ করে তোলে গণতন্ত্রের বিকাশ।
মিথ্যাচার গণতন্ত্রের প্রধানতম বাঁধা,
শয়তানের দ্বারাই হয় মিথ্যাচার সাধা।

www.pathagar.com

১২৫. 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ জাতির মান বাড়ায়,
তার উপর নিষেধাজ্ঞা গণতন্ত্র তাড়ায়।
প্রতি তথ্যে থাকতে হবে সত্যোজ্জ্বল ছাপ,
নয়তো প্রকাশ পেয়েই যাবে বিচ্যুতির পাপ।

১২৬. শিক্ষক তার ছাত্রের শিক্ষক জাতির শিক্ষক সংবাদপত্র
সেই শিক্ষাতে হিংসা, ভুল না রয় যেন যত্র তত্র।
সংবাদপত্র রাজনীতির হলে ক্রীতদাস,
জাতির জন্য ডেকে আনে নিখুঁত সর্বনাশ।

১২৭. যেখানেই অন্যায় আর যেখানেই ন্যায়,
যে সাংবাদিক ঠিকভাবে সেই তথ্য দেয়,
বিবেকবোধ করছে যার কর্মকান্ড ঠিক,
ইতিহাসের চোখে সেই সেরা সাংবাধিক।

১২৮. সাংবাদিকের সাং,
নহে শহর, গ্রাম বন্দর, পাহাড়, বন, গাং,
তার স্থায়ী নিবাস সেতো বিবেকেরই বৃত্ত,
বিবেক ছেড়ে বাইরে রয় শয়তানের ভৃত্য।

১২৯. স্বার্থে অন্ধ সাংবাদিক যারা নিজের লেখায়,
অন্যের ভালো কাজটাকেও মন্দ করে দেখায়,
জাতির স্বার্থের বাইরে চলে কলম আর কদম,
এমন সকল সাংবাদিক ইতরেরও অধম।

১৩০. যে পত্রিকার নামের চেয়ে হেডিং বেশী মোটা,
বুঝতে হবে দেশ ধ্বংসের লিফলেট ওটা।
অপপ্রচার সেই পত্রিকার প্রধান উপাদান,
টাকার জন্যই শয়তানের গাইছে জয় গান।

www.pathagar.com

১৩১. বাংলার নাম দিয়ে যারা যৌন চিত্র ছাপায়,
পয়সা লুটতে দেশবিদেশের অশ্লীলতা যা পায়,
নগ্ন হয়ে ছাপায়,
সাংবাদিকের সততা শুধু যাদের চাপায়,
তাদের মুখে লাথিমারো কাঁদা মেখে বাঁ পায়।

১৩২. "অনেকদিন আগে,
ছাগল খাইত বাঘের মাংস,
ঘাস খাইত বাঘে।"
ইতিহাসকে এই পর্যায়ে নামিয়ে,
গোলপাকাতে চায় যারা, দাও তাদের থামিয়ে।

১৩৩. Real Paper like a judge shows right and wrong
Biased News paper is "Satanic Song".

১৩৪. Free Flow of Information is a crying need,
But not a fashion.
It's a wise way to glorify a nation.

১৩৫. Free Flow of Information is n't "Yellow Journalism"
Misreporting always is worse than terrorism.

১৩৬. Every report must be based on trust worthiness,
Otherwise, anarchism, Nation is to face.

১৩৭. History is never a story,
It is based on happening.
Falsifiers fall down,
This is it's warning.

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধ অপরাধী ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা যেমন ঘৃণারযোগ্য তেমনি মুক্তিযোদ্ধার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে যদি কেহ অন্যায় করে তারাও ঘৃণার যোগ্য। স্বাধীনতা বিরোধীর সততা ও দেশপ্রেম যতোনা প্রয়োজন এর চেয়ে বহুগুণে প্রয়োজন মুক্তিযোদ্ধার দেশপ্রেম ও সততার। নৈতিক ভূমিকায় মুক্তিযোদ্ধা হেরে গেলে রাজাকাররাই প্রভুত্ব করবে। স্বাধীনতা বিরোধী কারো আচরণ যদি সার্বভৌমত্ব ও জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তবে তার বিচার হতে বাঁধা থাকা উচিত নয়। একজন স্বার্থ শিকারী বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধার সমালোচনা হতে পারে, তার কৃত কোন অপরাধের জন্য শাস্তি হতে পারে, তবু মুক্তিযুদ্ধের. স্বাধীনতার সমালোচনা হতে পারেনা। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ একটা জাতির মুক্তির বলিষ্ঠতম পথ,অস্তীত্বের অম্লান অহংকার। মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তিকে, উদ্দেশ্যকে ক্ষুন্ন করায় যারাই দায়ী তারাই ক্ষমার অযোগ্য।

১৩৮. মুক্তিযুদ্ধই স্বাধীনতার সম্মান বয়ে আনে,
খাটো করা যায়না তাকে কোথাও কোন খানে।
মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সারা জাতির অহংকার,
কোন গোষ্ঠী মহলেরই নয়তা একক অলংকার।

১৩৯. যুদ্ধ অপরাধী যদি পেয়ে যায় ক্ষমা,
ভুক্তভোগীর মনের ক্ষোভ রয়ে যাবে জমা।
লক্ষ মানুষ মেরেও তবু কেমনে পেলো পার ?
এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায়িত্বটা কার ?

১৪০. যুদ্ধাপরাধী যদি পুরস্কার পায়,
কী প্রবোধ মনকে দেবে শহীদদের মায় ?
ইতিহাসে না রয় যদি মুক্তিযোদ্ধার নাম,
সেই স্বাধীনতার নেই দুই পয়সারও দাম।

www.pathagar.com

১৪১. মহান মুক্তিযোদ্ধার মূল্য সারা বিশ্বের সর্বত্র,
দালাল মুক্তিযোদ্ধা খোঁজে ফায়দা লুটার ছাড়পত্র।

১৪২. মুক্তিযুদ্ধ চির মহান সবাই জানি শুনিও,
তবে অসৎ মুক্তিযোদ্ধা চোর,দালাল খুনীও।
মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তিটা তাদের জন্যই নষ্ট আজ,
সৎ মুক্তিযোদ্ধার মনে দুরারোগ্য কষ্ট আজ।

১৪৩. মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তি দৃঢ় হয় সবখানে,
ফল তার যদি আসে জনতার কল্যানে।
মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তি হয়না কভু প্রতিষ্ঠিত,
যতক্ষণ না সবাই হয় স্বদেশ প্রেমে একনিষ্ঠ।

১৪৪. মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেলেও মুক্তি হয়নি জনতার,
ফসল তার লুটে খেলো চোর, দালাল, স্বৈরাচার।

১৪৫. মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যটা কেন ভীষণ ব্যর্থ ?
নীতি বিহীন মানুষেরা লুটছে কেন স্বার্থ ?
নীতিবান ও দেশপ্রেমিকরা হচ্ছে কেন নিঃস্ব ?
স্বাধীন দেশে এটাইকি প্রত্যাশিত দৃশ্য ?

১৪৬. সৎ সঠিক মুক্তিযোদ্ধা কেন মজুর, বেকার ?
কাদের পাপে এমন হলো ব্যাপার নয় দেখার ?
নকল মুক্তিযোদ্ধাদের কারা দিয়ে সুযোগ ?
জাতির জন্য নিয়ে এলো ভয়াবহ দুর্যোগ ?

১৪৭. যুদ্ধ অপরাধীদেরকে ছেড়ে দেয়ায় দায়ী কে ?
স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের আসল আততায়ীকে ?
স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধা কারা করলো হত্যা
কারা প্রথম হত্যা করল স্বাধীনতার সত্ত্বা ?

www.pathagar.com

১৪৮. মুক্তিযোদ্ধায় মুক্তিযোদ্ধায় যুদ্ধ কারা লাগালো,
কারা প্রথম স্বার্থের জন্য নীতিবোধকে ভাগালো ?

১৪৯. যুদ্ধ অপ রাধীর বিচার দেশের সবার দাবী ছিল,
নেতা করতে পারেন নি তা দিল্লীর হাতে চাবি ছিল।
মূহুর্তে মাফ পেলো সবাই জঘন্য সব যুক্তিতে,
লাশের ফায়দা লুটলো ভারত শিমলা নামের চুক্তিতে।

১৫০. নৈতিকতায় মুক্তিযোদ্ধার হয় যদি হার,
আসন তার দখল করে নেবেই রাজাকার।
যোগ্যতায়ই টিকতে হবে ভাবাবেগে নয়,
বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধার হবেই পরাজয়।

১৫১. দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা যারা সঠিক, সৎ,
ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেখায় যদি জাতির পথ,
দেশ ধ্বংসে লিপ্ত যারা গুটিয়ে নেবে হাত,
অন্ধকারে যারা করতে চাইছে বাজিমাত।

১৫২. নিরপেক্ষ জনতা আজ এই মুহুর্তে যা চাই,
সৎ-অসৎ মুক্তিযোদ্ধার হতেই হবে বাছাই,
দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার চাইযে পূর্ণবাসন,
বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধার চাইনা শুনতে ভাষণ।

১৫৩. এই দেশেতে হবে আবার মুক্তির মুক্তিযুদ্ধ,
নীতিহীন আর লুটেরাদের করতে কারারুদ্ধ।
জনস্বার্থ নষ্ট কারী সবাই হবে দালাল,
দেশ বিক্রীর দালালীকেও যারা ভাবছে হালাল।

www.pathagar.com

অর্থনীতি ও সামাজিক অবক্ষয়

১৫৪. নৈতিকতার অর্থনীতি জাতির সম্পদ বাড়ায়,
গোষ্ঠী স্বার্থের অর্থনীতি দেশের শান্তি তাড়ায়।

১৫৫. সৎ-শ্রমের মূল্যায়নে উন্নয়ন হয় সুনিশ্চিৎ,
নয়তো চোরে ফায়দা লুটবে জাতি হবে প্রবঞ্চিত।

১৫৬. সৎ প্রতিভা যেখানেই থাকে মূল্যহীন,
সেই জাতির কোন দিনও ঘোচেনা দুর্দিন।

১৫৭. দূর্নীতি রয় যে জাতিরই কর্মকান্ডে, শিক্ষায়,
সেই জাতিকে অবশ্যই নামতে হয় ভিক্ষায়।

১৫৮. ত্রান চাওয়ার বাজেট হ'তে পরিত্রান পেতেই হবে,
স্বনির্ভর হ'তে চাইলে সৎপথে যেতেই হবে।

১৫৯. জেট এর গতিতে বাজেট পাশ,
গাধার গতিতে উন্নয়ন,
পূণ্যের কথা তিনিও বলতেন,
পাপে অন্ধ যার নয়ন।
এমন কোন কিছুরই আর চাইনা পূনরাবির্ভাব,
উন্নয়নের দায় দায়িত্বের চাই সবারই সৎ স্বভাব।

১৬০. উন্নয়নের আন্দোলনে সকলকেই আনা চাই,
সত্যিই আনা হবে কিনা স্পষ্ট ভাবে জানা চাই?
অন্তহীন দুর্ভোগের যবনিক টানা চাই,
"সবার জন্য উন্নয়ন" এ সত্যটা মানা চাই।

www.pathagar.com

১৬১. কম সময়ে উন্নয়নে চাইলে জাতি জাগাতে,
গণ উদ্‌বুদ্ধ করণ হবেই কাজে লাগাতে,
মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রোগ্রাম শুধুপারে,
উন্নয়নে মানুষ মুক্ত করতে অধিক হারে।

১৬২. অনুগৃহীত অর্থনীতির,
কৃতদাস কর্মসূচী,
বাড়ায় জাতির দৈন্যতা।
দূর্নীতিকে দূরে ভাগাও,
দেশের সম্পদ কাজে লাগাও,
উন্নয়নে মানুষ জাগাও,
জাতি গড়তে সবে আগাও,
চলবে না এর অন্যথা।

১৬৩. প্রতিশ্রুতির পাহাড়,
যায়না করা আহার।
যে জন্য দেশ স্বাধীন হলো,
শেষ কী হলো তাহার ?
এসব কথার জবাব দেয়া,
দায়িত্ব নয় কাহার ?

১৬৪. দেশের সম্পদ, সবার শ্রম চাই কাজে লাগানো,
বিব্রতকর বেকারত্ব চাইযে দূরে ভাগানো।
প্রতিহিংসার রাজনীতিতে যায়না দেশ আগানো,
ধ্বংস নহে সৃষ্টির পথে চাই মানুষ জাগানো।

১৬৫. জাতি হয় না প্রতিষ্ঠিত শুধু গণ ভোটে,
যদি তাহা ধ্বংস হয় অপচয় ও লুটে।
অপচয় আর লুট পাট বন্ধ করতে হলে,
"সৎ" লোকের নিয়োগ চাই "অসৎ" এর স্থলে।

www.pathagar.com

১৬৬. মহালুটের মহোৎসবে ছিল যারা অংশীদার
তারাও শোনান স্বদেশ প্রেমের অশ্রু ভেজা অংগীকার।
সব চোরাদের মুখোশ খুলে,
চড়িয়ে দাও সুক্ষ্ম শূলে।
ধরা পড়ে যাবেই দেখো চোর, দালালরা সংগী কার।

১৬৭. উপার্জন যার সৎ নয়
দেশপ্রেম তার পথ নয়।
সবকিছুই হতে হবে সততার মাপে
নয়তো জাতি ধংস হবে অসত্যের পাপে।

১৬৮. বড়'র উপর ধার্য্যকৃত কর,
গরীবের গালে হয় সর্বনাশা চড়।

১৬৯. যতদিন না জনতার বাড়বে ক্রয় ক্ষমতা।
দেশের অর্থনীতিতে আসবেনাতো সমতা।
ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সবার জন্য কাজ চাই,
বহিশক্তির দালালী নয় দেশপ্রেমের রাজ চাই।

১৭০. পয়সা আর পদযেথা পাশা পাশি চলে,
শান্তি আর গনোন্নয়ন ভাসে সেথা জলে।
প্রতিভায় পদ মেলে না পদ মেলে টাকায়,
সেথায় কিছু যায় আসেনা স্বাধীনতা থাকায়।

১৭১. টাকায় যারা পদ কিনে টাকাই তারা হাতায়,
নিত্য কাঠাল ভেঙে খায় জনগণের মাথায়।

১৭২. অবৈধ উপার্জনই সমস্যা নং এক,
রাস্ট্রীয় ভাবে চাই তারই উল্লেখ।
প্রয়োজনে সকলেরই হিসাব চাই কড়া,
অসৎ উপার্জনকারী পড়ে যেন ধরা।

www.pathagar.com

১৭৩. অসাধু ব্যক্তিরা সুস্বাদু সর খান,
নীতিবান মানুষেরা দূর্নীতির চড় খান।
(স্বদেশে সমাজ চিত্র)
এই ধারার পরিবর্তন তড়িৎ না হয় যদি,
চোর দালালরা অবশ্যই দখল করবে গদি।

১৭৪. চারদিকে যখন চলে লুট, জুলুম, চুরি
এই অবস্থায় উড়ানো যায় গণতন্ত্রের ঘুড়ি ?
চোর, খুনীদের সমন চাই,
সব অন্যায়ের দমন চাই।

১৭৫. সৎ,সচেতন, জ্ঞানীজনের হুশিয়ারী আগাম,
দেশ বাঁচাতে লুটের মুখে লাগাও জলদি লাগাম।

১৭৬. গণতন্ত্র নয় অন্ধকারে কালো বিড়াল খোঁজা,
বাজেট নয় ছোট'র কাঁধে রাখা বড়'র বোঝা।

১৭৭. গণতন্ত্রের নিয়ম কানুন বড় বেশী স্পষ্ট,
স্বার্থের জন্য গোল বাঁধায় চোর, খুনী, ভ্রষ্ট।
পথ যারাই চলতে চায়না গণতন্ত্রের লাইনে,
দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ কভু তাদের চাইনে।
১৭৮. বাজেট হলো একটা জাতির উন্নয়নের দিগদর্শন,
কোন দিনও নয় শুধুতা অর্থমন্ত্রীর বাণী বর্ষণ।

১৭৯. নৈতিকতার বিকাশ যদি হয়ে যায় বন্ধ,
মন্দ মানুষ ধনী হবে, ধনী হবে মন্দ।

১৮০. ভালো মানুষ ভালো নেই কষ্টে আছে বহুদিন,
সাচ্ছন্দ্য আজ তাদের দাস যারা নগ্ন নীতিহীন।

www.pathagar.com

১৮১. ব্যাংক এর লোন শোধ না করেও,
নিজেই ব্যাংক খোলা যায়,
জন সম্পদ লুট করেও,
নিজের গোলায় তোলা যায়।
এমন ধারার অর্থনীতি থাকলে প্রচলিত,
দেশপ্রেমিক সকল জনই হবেন বিচলিত।

১৮২. পতিতারও মূল্য আছে সততার নেই,
এ অবস্থা বিরাজিত আছে যেখানেই,
সেথা হতে শান্তি পালায়, বলে, "আর না,
এমন স্থানে সত্য ধোয় অসত্যের পা"।

১৮৩. বেশ্যাও আজ নন্দিত হয়,
যদি থাকে অর্থ তার,
বিত্ত বিহীন সৎ প্রতিভা,
প্রতীক শুধু ব্যর্থতার।

১৮৪. ঘুষ দিলেই লোন পাবেন না দিলেই নেই,
এমন তরো ব্যাংক ব্যবস্থা চালু যেখানেই,
ফাও লোকেরা লোন নিয়ে করে ফাও কাজ,
প্রজেক্ট আর শিল্পের নামে চলে লুটতরাজ।

১৮৫. কম সময়ে, বিনা কাজেই চায় বড় লোক হতে,
এমন সব লোভী লোকই দেশ বসালো পথে।
তাদের সব উপার্জনই অবৈধতায় মোড়া,
জন স্বার্থের বুকে তারাই নিত্য মারে ছোরা।

১৮৬. "কাজ করবো না,"উৎপাদন নেই,
বেতন বোনাস বাড়াও,
এই নীতির নেতৃত্বকে
ময়দান হতে তাড়াও।

www.pathagar.com

১৮৭. শ্রমিক নেতার বেশ ভূষাতে শ্রমিকের ছাপ পড়ে কি ?
এক নেতার সমান সম্পদ শ' শ্রমিকের ঘরে কি ?

১৮৮. চাক্‌রীজীবীর বেতন বাড়ে চাষার বাড়ে সারের দাম,
সবার অন্ন উৎপাদনে ধুলোয় ঝরে যাহার ঘাম।
উৎপাদনটা বাড়ানো চাই মূল্য রাখতে স্থিতিশীল,
বেতন বৃদ্ধি প্রয়োজন নেই জাতি হবেই গতিশীল।

১৮৯. চাষী, মজুর, শ্রমিকের উন্নয়ন না ঘটিয়ে,
চাটুকার আর,প্রচার মাধ্যম কায়দা করে পটিয়ে,
উন্নয়নের কথা কেবল যারাই বেড়ান রটিয়ে,
জনগণ একদিন তাদের অবশ্যই দেয় হটিয়ে।।

১৯০. উন্নয়নের ফিল্ড ওয়ার্ক তাপানুকুল ঘরে হয়,
জীর্ণ শীর্ণ জনস্বার্থ আস্তাকুড়ে পড়ে রয়।
উন্নয়নের লোকের যদি আশী ভাগই চোর হয়,
সেই জাতির অমানিশার কোন দিনও ভোর হয় ?

১৯১. কাগজে নয় উন্নয়নকে নিতেই হবে মাঠে,
জন সম্পদ থাকবে কেন লুটেরাদের গাঁটে ?
দেশপ্রেমিক সকল জনের গড়ে ঐক্য জোট,
উন্নয়নকে আনতেই হবে বন্ধ করে লুট।

১৯২. অর্থনীতির মারপ্যাঁচটা বোঝা সহজ সাধ্য কি,
বস্তীবাসী পাঁচজনে পায় এক কুকুরের খাদ্য কি ?

১৯৩. অবৈধ ভাবে যারাই করলো সম্পদ অর্জন,
এই সমাজে শোনা যায় তাদের বেশী গর্জন,
অবৈধ সম্পদ যদি না যায় উদ্ধার করা,
হরি লুট চলতেই থাকবে দেশ হবে না গড়া।

www.pathagar.com

অপরাধ, আইন, বিচার ইত্যাদি

১৯৪. নহে কেউ আইনের উর্দ্ধে হোক যা'ই তার পদবী,
সব অন্যায়ের বিচার হোক গণতন্ত্রের এ দাবী।

১৯৫. আধুনিক অপরাধের প্রাচীন আইনে বিচার,
কী উদ্ভট ব্যাপার,
আইনের সংস্কার সাধন চাই,
কঠোর নৈতিক বাঁধন চাই,
অপরাধীর কাঁদন চাই।

১৯৬. "দেখিস্ কোন অপরাধী শাস্তি না পায় যেনো"
-এমন বিচার ব্যবস্থাতে অন্যায় কমবে কেনো ?
অন্যায় রুখতে দিতেই হবে কঠোর ন্যায় দন্ড,
জনতা আর পুষতে চায়না চোর, খুনী, ভন্ড।

১৯৭. মোদের মহারথীরা আর কিছু পান না,
অপরাধীর অধিকারের জন্য সেকি কান্না,
আইন যদি কড়া হয় লাগে তাদের কষ্ট
অপরাধের জন্য যদিও দেশের শান্তি নষ্ট।

১৯৮. মুরগী চুরির বিচার চাইতে মহিষ বিক্রীর টাকা ব্যয়,
স্বাধীন দেশের সভ্য সমাজ এমনি আজ বিধান দেয়।

১৯৯. যে বিচার হয় ব্যয় বহুল সময় সাপেক্ষ,
ব্যর্থ হয়ে যায়ই সে বিচারের লক্ষ্য।
অর্থ-ব্যয়, সময় ব্যয় সাথে অপমান,
শান্তি প্রিয় লোক তাই বিচার নাহি চান।

www.pathagar.com

২০০. নির্বিচারে বিচার যেথা বেচা কেনা হয়,
আইন সেখানে টাকার কাছে ক্রীতদাস রয়।

২০১. কেউ রাখে আইন পায়ের নীচে কেউ তুলে নেয় হাতে,
দূর্বল হয় নিগৃহীত আইনের ই আওতাতে।

২০২. পেশকারের কাছেই যদি পেশ করতে হয় ঘুষ,
সেই কোর্টের বিচার হয় কতোটা নির্দোষ ?

২০৩. চোর চায়, ম্যাজিষ্ট্রেট খায় যেন ঘুষ,
যা'তে সে ছাড়া পায় হয়ে নির্দোষ।
সেই মতো ম্যাজিষ্ট্রেট যায় যদি পাওয়া,
দেশ হ'তে ন্যায় বিচার হতেই হবে হাওয়া।

২০৪. চুরি আজ দোষের নয় অভিজাত উপার্জন,
চুরির টাকায় চলে সবি হজ্ব থেকে জ্ঞানার্জন।

২০৫. চুরির জন্য ফাঁসী হলে চোরের ভয়ের কারণ তা,
রাজনীতিবিদ আইন জীবিরা কেন করেন বারণ তা ?
কঠোর আইনের সঠিক প্রয়োগ অপরাধ কমাবেই,
অপরাধীর শ্রেনী যাই হোক দন্ড তার দমাবেই।

২০৬. সকল স্তরের চোর যুক্ত অদৃশ্য ঐক্যে,
একে অন্যের সহযোগী লুট পাটের লক্ষ্যে।
প্রায় সব অপরাধই উপার্জনকে ঘিরে,
না দমালে সমাজ যাবে আদিম যুগে ফিরে।

২০৭. জিতবি জুয়ার কয় দানে ?
দেখা হবেই ময়দানে।
শেষ রক্ষা পাবেনা তোর দীক্ষাগুরু শয়তানে।

www.pathagar.com

২০৮. এই ধারনা মোর,
"আয় ব্যয়ের হিসাব ধরলেই ধরা পড়বে চোর"।
এই সূত্রের দৃষ্টিতে দৃষ্টি ফেললে কড়া।
চোর ধরার অনেক লোক পড়তে পারে ধরা।

২০৯. রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে ন্যায্য কথা বলা,
তার মানে স্বেচ্ছায় রাখা ছুরির নীচে গলা।
গায়ের জোরে নেতৃবৃন্দ তাইতো যা'তা বলেন,
নিত্য আইন ভেঙেও তারা আইনের পথে চলেন।

২১০. বিপথ নামের পথটা যেসব নেতা খুলে দেন,
বইয়ের বদল ছাত্রের হাতে অস্ত্র তুলে দেন।
সবার শান্তি হরণ করে যারা চান শান্তি,
তাদের জন্যই রাজনীতিতে লুট, ত্রাস, ভ্রান্তি।

২১১. অভিযুক্তের বিচার চাওয়া আইন সম্মত ব্যাপার,
কোর্টের বাইরে রায় প্রদান কর্ম হলো ক্ষ্যাপার।

২১২. ইচ্ছে করে সবাই যদি গণ আদালত গড়ে,
একে অন্যের ফাঁসী দেয় মনের মতো করে
আইন আদালত এমনি করে হয় যদি পন্ড,
ব্যক্তি নয় জাতিই তখন পাবে চরম দন্ড।

২১৩. বিবেকবিহীন বুদ্ধি জীবি,
আইন ভান্ডার আইন জীবি,
যতই নামী দামী হন,
আইনের সঠিক দৃষ্টিতেই,
আইনের শাসন কামী নন।

www.pathagar.com

২১৪. মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্যের বিরুদ্ধে যার কর্ম,
কিছুতেই তার হয়না পালন মুক্তিযুদ্ধের ধর্ম।
উন্নয়ন আর শান্তির পথে যারাই সাধে বাঁধ,
তারাই করে সমাধিস্ত সব শহীদের সাধ।

২১৫. স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যার ছিল অংশ গ্রহণ,
এমন কাউকে স্বেচ্ছায় দেয়া যায়না পূনর্বাসন।
নিজভুলের ক্ষমাচেয়ে মানে স্বাধীনতা,
এদেশ বাসের তাদের শুধু আছে যোগ্যতা।

২১৬. হোক যতই মুক্তিযোদ্ধা হোকনা রাজাকার,
অন্যায় করলে পেতেই হবে সঠিক সাজা তার।
কেউ কোনও ছাড় পাক কারো নয় তা কাম্য,
রক্ষা করে রাখতেই হবে আইনের ভারসাম্য।

২১৭. বিচারের সাথে যারাই আছেন সংশ্লিষ্ট,
বিচার যদি তাদের দ্বারাই হয়ে যায় পিষ্ট,
অত্যাচারকে দূর্বল সবাই ভাববে, "অদৃষ্ট,"
অন্যায় ছাড়া ক'জন তখন থাকবে অবশিস্ট।

২১৮. চোর, খুনীর মুক্তি চাওয়া গণতন্ত্রের অংগ নয়,
বেআইনী সব কর্ম কাণ্ডেই গণতন্ত্র ভংগ হয়।

২১৯. দেশটার শেষটা কী যে হবে জানা নেই,
চোর,খুনীর দাপটে মনে হয় থানা নেই।
থানা আছে অবশ্যই করতে হবে প্রমাণ,
সর্বস্তরের অপরাধী সময় থাকতে দমান।

www.pathagar.com

২২০. ভালো লোকের চাইতে বেশী চোরের সাথে খাতির,
এমন অসৎ পুলিশ দিয়ে শাস্তি হয়না জাতির।
পুলিশের মধ্যে চাই সততার চেতন,
পুলিশ সৎ রাখতে হলে দাও যোগ্য বেতন।

২২১. ঘাঘু খুনীর ঘোষনাঃ–
জলদি করে বেশী মাল ফালান,
৩০২, এর স্থলে হবে ফিফ্‌টি ফোরে চালান,
ছাড়া পেয়ে গিয়ে করুন আরো পাঁচটা খুন,
টাকা দিয়ে সাইজ করুন, এমনি টাকার গুন।

২২২. পুলিশ যদি সঠিক ভাবে পালন করে দায়িত্ব,
অপরাধ কমে আসবে কমবে তার স্থায়িত্ব।

২২৩. গভর্ণমেন্ট টেক্স না পেলে কর্ম কর্তা ঠিকই পান,
অনেক ক্ষেত্রে চাক্‌রী হলো নিশ্চিৎ জেতা জুয়ার দান।

২২৪. ঘুষের টাকা দোষের নহে নিচ্ছে প্রায় সবাই,
চাক্‌রী নামের চাক্‌কু দিয়ে করছে পাবলিক জবাই।

২২৫. যেখানে যাইয়া বাধ্য হইয়া পাবলিককে দিতে হয় ফিস্‌,
তারই নাম অফিস্‌।
সরকারী অফিসে পাতা এমন জাল,
ঘুষনা দিলে হ'তে হবে নিখুঁত নাজেহাল।

ঘুষখোরদের ঘোষনাঃ
২২৬. পদে থাকলে ঘুষ নেয়াটা অতি সহজ কর্ম,
ধর্মের নীতি না মানাটাই মোদের আসল ধর্ম।
ঘুষ নিয়ে ধরা পড়লে ঘুষ দিলেই ছাড়ে,
বোকারাই ছোট ভাবে ঘুষের মহিমারে।

www.pathagar.com

পাবলিকের প্যাচালঃ

২২৭. অফিস পাড়ায় সবাই প্রায় একটা কাজেই ব্যস্ত,
"ঘুষনা দিলে পাবলিকেরে করবে অপদস্থ"
"সেবক"নহে "প্রভু" তারাই বুঝলাম হাড়ে হাড়ে,
আজরাইল ছেড়ে দিলেও ঘুষখোর না ছাড়ে।

২২৮. সরিষাতে সযতনে রেখে দিয়ে ভূত,
সেই সরিষায় ভূত তাড়ানো কতনা অদ্ভুত।
মাথা উঁচু করে দাঁড়ান,
সরিষার ভূত তাড়ান।

২২৯. চিন্তা, বিশ্বাস, কথা, কাজ সবই যার অসিদ্ধ,
সমাজ হলে টাকার দাস তিনিও হন প্রসিদ্ধ।

২৩০. সাদা,কালো, যাহাই হোকনা টাকা নিজে মন্দনা,
টাকা পেলে এই দেশে হয় চোরের চরন বন্দনা।
নাইবা থাকুক নৈতিক ভিত্তি নাইবা থাকুক যুক্তি,
টাকা নিয়েই ছোট চোর চায় বড় চোরের মুক্তি।

২৩১. বেশ্যাও আজ নন্দিত হয় যদি থাকে অর্থ তার,
বিত্ত বিহীন সৎপ্রতিভা প্রতীক শুধু ব্যর্থতার।
প্রতিভার স্থান যেথা পতিতার নীচে,
উন্নয়ন ও শান্তি সেথা হয়ে ওঠে মিছে।

২৩২. চরিত্র আজ সম্পদ নহে বাঁচার পথের বাঁধা
মূল্যবোধকে পুষছে যারা যুগের চোখে গাধা।
অনিয়মটা নিয়ম বলেই চোর, সমাজের রাজা,
প্রতারকরা পূজিত হয় সততার হয় সাজা।

www.pathagar.com

২৩৩. যে সমাজে যায়না পাওয়া মূল্যবোধের মূল্য,
নীতিবানদের জীবন সেথা বন্দী পশুর তুল্য।
আইন রয়েছে রক্ষা করতে দুর্লভ জাতির জানোয়ার,
আইন আছে কি এমন কোন সৎ মানুষকে বাঁচাবার ?

২৩৪. নৈতিকতার প্রদীপ যেথা থাকে নির্বাপিত,
সেথা হতে শান্তি পালায় থাকে নির্বাসিত।

২৩৫. যাকিছু বিকৃত, যা কিছু ধিকৃত,
পয়সা আর প্রভাবে হচ্ছে আজ স্বীকৃত।

২৩৬. প্রতিভা ও পতিতা হয় পয়সার প্রভাবে
বিবেকবান ঠিক থাকেন শত দুঃখ অভাবে।

২৩৭. দেশপ্রেম যেখানেই অভিনয়ে পরিণত,
অশান্তি আর অবক্ষয় থাকে সেথা অবিরত।

২৩৮. বেশ্যারা দেয় সতীত্বের সনদ, কশাইর কণ্ঠে পশু প্রেম,
শয়তান শোনায় বিধাতার বানী, কী আর তেমন প্রব্লেম ?
সমাজ দেহে এমনি যদি থাকে বৈপরীত্য,
শান্তির স্থলে দূর্ভোগ সেথা নেমে আসে নিত্য।

২৩৯. দেশকে ভেবে খোদাই খাসী করে তাকে জবাই
মাংস তার খুবলে খাচ্ছে নীতিহীন সবাই।

২৪০. স্থায়ী ভাবে অস্থায়ী আজএই সমাজের শান্তি,
ন্যায়ের উপর নৃত্য করে লুট, জুলুম, ভ্রান্তি।

২৪১. বক্তৃতাতে আদর্শবান কর্মে নীতিহীন,
এমন সব লোকের জন্য জাতির দুর্দিন।

www.pathagar.com

২৪২. নৈতিকতাই যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ মান দন্ড,
মূল্য দিতে চায়না এর চোর, খুনী, ভন্ড।

২৪৩. উচ্চ বিত্তের, উচ্চ পদের উচ্চ শিক্ষিত,
তারাই যদি লুটের ধর্মে হন দীক্ষিত,
স্বজনস্বার্থ হ'তে থাকলে হরিলুটের মোয়া,
রক্তে কেনা স্বাধীনতাই যাবে একদিন খোয়া।

২৪৪. পাতানো পুরস্কার, সাজানো সম্বর্ধনা
নিত্যদিনের দৃশ্য-
টাকার জোরে বড়ো অনেকেই,
নৈতিকতায় নিঃস্ব।

২৪৫. বুঝলিরে ভাই ফালু,
মাংস যাদের খাবার কথা তারা পায়না আলু,
জেলে যাদের থাকার কথা তারা দিয়ে গোঁফ্‌তা,
কালো টাকায় সমাজ শাসায় খায় কোর্মা, কোফ্‌তা।

২৪৬. ব্যবসাতে লস্ হলেও বনানীতে বাড়ী হয়,
চাক্‌রীতে চলছেনা তবু কেনা গাড়ী হয়,
অদৃশ্য থেকে আসে সুদৃশ্য উপার্জন,
অতি সহজ করা হেথা যাদুকরী গুনার্জন।

২৪৭. কর্মকরে ছাগলের খাদ্য খায় হাতীর,
এমন সব কর্ম-কর্তা কল্যান করে জাতির ?
বেশী দিন ফাইল আট্‌কে নেয় বেশী ঘুষ,
খাতা কলম সবই ঠিক সবাই নির্দোষ।

www.pathagar.com

২৪৮. যে দেশেই নিয়োগ বিভাগ দূর্নীতিতে ভরা,
সেই দেশের অধঃপতন ঘনিয়ে আসে ত্বরা।

২৪৯. বুঝলিরে ভাই ফালান,
তিন নম্বর ইটে হয়না এক নম্বর দালান।
মন্দ লোক দিয়ে হয়না ভালো কোন কাজ,
চোরে চায়না সৎশাসন চায় লুটের রাজ।
সকল কাজে ভালো লোকের দিতেই হবে নিয়োগ,
তবেই শুধু সব মন্দের ঘটতে পারে বিয়োগ।

২৫০. ভুল লোক ফুল পায় যে দেশ ও সমাজে,
অশান্তির অন্ধকার সেথা সদা বিরাজে!

২৫১. সকল পেশার সকল স্তরে দূর্নীতিরই বিস্তার,
দমন যদি না করা যায় কেউ পাবেনা নিস্তার।

২৫২. দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলী ঠিকাদারের চেয়েও বেশী কামান,
দেশ ধ্বংস হবার আগে ঐ ব্যাটাদের থামান,
পদ থেকে নামান।

২৫৩. টেবিলেতে রোগী রেখে দাম দস্তুর করে,
ডাক্তার নাখোশ থাকলে রোগী যাবে যমের ঘরে।
টাকার গুনে পিটিয়ে হত্যা আত্মহত্যা হয়,
পোষ্ট মর্টেমের মিথ্যা রিপোর্ট খুনের সমান নয় ?

২৫৪. যে সব মানুষের কদর্য কর্মে, অধৈর্য্য আমরা,
মুখের ভাষায় যতই তুলি তাদের পিঠের চামড়া,
অদৃশ্য কারণে দৃঢ় হয় আরো তাদেরই অবস্থান,
প্রতিবাদকারীর ভাগ্যে জোটে আরো অশালীন অপমান।

www.pathagar.com

পাকিস্তান ও ভারত

২৫৫. সর্বক্ষেত্রে বাঙালীদের রেখে পশ্চাৎপদ,
ছলে বলে নিয়ন্ত্রণে রেখে মসনদ,
পাঞ্জাবীরা একাই খেয়ে ঘৃত, মাংস, পরোটা,
পাকিস্তানের অখন্ডতার বাজিয়ে ছিল বারোটা।

২৫৬. নিরস্ত্র বাঙালীর বুকে, প্রথম গুলিটাই স্বাধীনাতার ঘোষক,
যুদ্ধ হলো শুরু, একপাশে শোষিত অন্য পাশে শোষক।
জীবনের মর্যাদা আনতে মরণ আনলো জয়,
রক্ত স্নাত স্বাধীনতা কারো করুণার দান নয়।

২৫৭. যায়না ভোলা সেই ইতিহাস যেহেতু নয় কিস্‌সা,
পাকিস্তান সে দেয়নি ফেরত মোদের পাওনা হিস্‌সা।
আটকে পড়া নাগরিকদের হয়নি ফেরত নেয়া,
বন্ধুত্বের জন্য চাই সঠিক দেয়া নেয়া।

২৫৮. "পাকিস্তান ভেঙে গেলো পাঞ্জাবীদের পাপে,
সে ভাঙন নয় জোড়া লাগার কারো অনুতাপে।
দেশ হচ্ছে ফের পাকিস্তান, যারা তুলছে ধুয়া,
তাদের এই জুজুর ভয়ের একশ ভাগই ভুয়া।

২৫৯. হোক পাকিস্তান, হোকনা ভারত কারো আধিপত্য,
আমরা মেনে নেবোনা আর এটাই মহাসত্য।
এই সত্যের বাইরে যদি সত্য খোঁজে কেউ,
তারাই আসল মীরজাফর অন্যের পোষা কেউ।

২৬০. মুক্তিযুদ্ধের মিত্র ভারত কেউ করে না অস্বীকার,
তাই বলেই কি উঠতে বসতে করবো তাকে Boss স্বীকার ?

www.pathagar.com

২৬১. এদেশ ভারত বিরোধী নয় তবে স্বাধীন চেতা,
কাউকে হতে দিতে চাইনা স্বাধীনতার ক্রেতা।
সকল দেশই বন্ধু মোদের কেউ হবেনা দাদা,
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে চাই সমান মর্যাদা।

২৬২. পাঞ্জাবীদের অত্যাচারেই মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্ট,
আমরা ভাবলাম স্বাধীন হবোই, যা হোক অদৃষ্ট।
ভারত ভাবলো, পাকিস্তান কে ভাঙার এই তো চান্স,
ঢাকা হবে দিল্লীর বাজার নাচবো ডিস্কো ডান্স।

২৬৩. ফারাক্কার ফাঁদে,
বাংলাদেশ কাঁদে,
মুক্তিযুদ্ধের মহান মিত্র এখন নিচ্ছে চাঁদে;
আরো কিছু বেড়িয়ে আসছে আরো কদিন বাদে।

২৬৪. Friendship of India is only paper based,
Farakka and push in are hence being faced.
Although one problem is solved,
Seven are produced,
When she is to give some thing
It is always refused.

www.pathagar.com

২৬৫. Before our nation one issue is burning,
Mother of all crimes "illegal earning"
For achieving total peace, we must stop it,
Otherwise, as a nation we'll be misfit

২৬৬. "Rightman for the right post"
If stands as the rule.
The campass of conscience
When plays it's role,
It's possible to solve problems
And achieve the common goal.
Innocent unity,
Ray of rationality,
For total peace and prosperity,
Must control the seal,
With all that's good all should deal.

২৬৭. অসত্যের অমৃত পরীক্ষিত বিষফল,
শয়তানের শান্তনা চিরদিনই নিষফল,
শুধু বিবেকের ঐক্য যদি হয় নির্মল,
সকলের সৌভাগ্যের আকাশ হয় তখন নির্মেঘ,
মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সুবিবেক।

২৬৮. সব কথার শেষ কথা সর্বোপরি যা সত্য
আমরা চাইনা এদেশ করুক কোনও দেশের দাসত্ব।
রাজনীতি আর না হয় যেন প্রতিহিংসা,প্রতিশোধের,
সর্বস্তরেরই হোক আবাদ শান্তি আনার "মূল্য বোধের।"

www.pathagar.com

সন্ত্রাস, ভুলের রাজনীতিতে
পশুর ভয় নয়, আজকে মানুষ,

এদেশ কোথা উপনীত?
মানুষেরই ভয়ে ভীত।

রাজনীতিতে প্রতিহিংসা
আমাদের সাথে হবে
তা'তে করেই দেশ হবে
স্বাধীনতার ঘটবে তখন

না হয় যদি রুদ্ধ,
আমাদেরই যুদ্ধ।
অন্য দেশের দাস,
সমূল সর্বনাশ।

অসত্যের অমৃত
শয়তানের শান্তনা
শুধু, বিবেকের ঐক্য
সকলের সৌভাগ্যের আকাশ
মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,

পরিক্ষীত বিষফল,
চিরদিনই নিষ্ফল,
যদি হয় নির্মল,
হয় তখন নির্মেঘ,
তার সুবিবেক।

Before our nation
Mother of all crimes
For achieving total peace,
Otherwise, as a nation

one issue is burning,
``illegal earning.''
we must stop it,
we'll be misfeat.

``Right man for the right post''
The compass of conscience
It's possible to solve problems

if stands as the rule,
when plays it's role,
And achieve the common goal.

Innocent unity,
Ray of rationality,
For total peace and prosperity,
With all that's good,

must control the seal,
all should deal.